রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৬ সনের ৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৬

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭১—৯৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৫—১৭৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১—২৪
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭১—১৮৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৭
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ কার্তিক ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৮.২০১৫-৪৪৭—যেহেতু জনাব তাপস কুমার বসু (৪৯২৩) বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) পদে ২৬-১০-২০১০ থেকে ২১-০৫-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মকালীন নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঢাকা ও ময়মনসিংহ সেটেলমেন্ট অফিসকে গুরুত্ব দিয়ে সেখানকার কনিষ্ঠ কর্মচারীদের পদোন্নতি দেন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ব্যতিরেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কর্মচারীদের বেতন স্কেল আপ-গ্রেডিংয়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের রিভিশনাল সেটেলমেন্ট বিলুপ্ত হওয়ার পরেও রিভিশনাল সেটেলমেন্টের ০২ (দুই) জন কর্মচারীকে পদোন্নতি দেয়ার ব্যবস্থা করেন, যা যথাযথ হয়নি। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "দুর্নীতিপরায়ণ" (Corrupt)-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাকে কারণ দর্শাতে এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি গত ২২-০৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগ হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগ সমর্থন করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রিভিশনাল সেটেলমেন্টের ০২ জন কর্মচারীকে বেআইনীভাবে পদোন্নতি এবং কর্মচারীদের স্কেল পরিবর্তনের অভিযোগে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন। অপরদিকে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং পরিচালক (প্রশাসন) উভয় কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনেই তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং জনপ্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের দু'জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পরিচালক (প্রশাসন)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাপরিচালকের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "দুর্নীতিপরায়ণ" (Corrupt)-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

যেহেতু, জনাব তাপস কুমার বসু (৪৯২৩), প্রাক্তন উপ-পরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "দুর্নীতিপরায়ণ" (Corrupt)-এর আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হইবে]
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ মে ২০১৫/৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ)/১৪৫—The Public Debt Act, 1944-এর ধারা-২৮ এবং Sanchayapatra Rules, 1977 (Amendment up to February 2012)-এর Rule-44 এর Note (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার Sanchayapatra Rules, 1977 (Amendment up to February 2012); পরিবার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৯; পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪; The Post Office Savings Bank Rules; The Wage-Earner Development Bond Rules, 1981 (Amendment up to 30 June 2012) নিম্নরূপভাবে অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কীমের নাম	বিদ্যমান মুনাফার হার	পুনর্নির্ধারিত মুনাফার হার
(১)	পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদি)	১৩·৪৫%	১১·৫২%
(২)	পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদি)	১৩·১৯%	১১·৭৬%
(৩)	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদি হিসাব (৩-বছর মেয়াদি)	১৩·২৪%	১১·২৮%
(৪)	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১৩·১৯%	১১·২৮%
(৫)	৩-মাস অন্তর-মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদি)	১২·৫৯%	১১·০৪%

১। Sanchayapatra Rules, 1977 (Amendment up to February 2012)

(ক) উপরি-উক্ত Rules এর Rule-44 এর স্থলে নিম্নরূপ Rule-44 প্রতিস্থাপিত হইবে—

"44. The profit on each denomination of Sanchayapatra on completion of specific period from the date of issue will be given at the rate shown in the following table-1 with effect from May 23, 2015

Table-1 : Year-wise profit rate

Period (On completion of)	5-Year Bangladesh Sanchayapatra	Tin Mash Antar Munafa Vittik 3-Year Sanchayapatra
1-Year	9·35%	10·00%
2-Year	9·80%	10·50%
3-Year	10·25%	11·04%
4-Year	10·75%	--
5-Year	11·28%	--

(খ) উপরি-উক্ত Rules এর Rule-44 এর পর উল্লিখিত Note (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Note (1) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"Note (1) Sanchayapatra(s) purchased before May 23, 2015 will earn profit at the prevailing rate of that time and will continue to do so till completion of the period for which that was/were issued."

(গ) উপরি-উক্ত Rules এর Rule-44 এর পর উল্লিখিত Note (3) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Note (3) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"Note (3) Installment(s) at 3-months interval against every inverstment in Tin Mash Antar Munafa Vittik Sanchayapatra will be paid at the highest rate of 11.04% *i.e.* Taka 2,760 (Two thousand seven hundred sixty) deducting source tax/levy if any against taka 1 (one) lakh investment. But in case of withdrawal of principal invested amount profit will be payable at the rate shown in the table and excess amount paid if any as 3 monthly installment shall be adjusted deducting from the principal amount."

২। পরিবার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৯

(ক) উপরি-উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৬ এর উপানুচ্ছেদ (১), (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপানুচ্ছেদ (১), (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"(১) মুনাফার হারঃ ১১.৫২% মেয়াদান্তে। পরিবার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রাপ্য মুনাফার হার নিম্নোক্ত ছক-১ অনুযায়ী প্রাপ্য হইবে ঃ

ছক-১: পরিবার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রাপ্য মুনাফার হার (উৎসে কর/লেভী কর্তন ব্যতীত)

নগদায়ন কাল	মুনাফার হার
১	২
১ম বছরান্তে	৯·৫০%
২য় বছরান্তে	১০·০০%
৩য় বছরান্তে	১০·৫০%
৪র্থ বছরান্তে	১১·০০%
৫ম বছরান্তে	১১·৫২%

টীকা: (১) পূর্ণমেয়াদের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকায় প্রতি মাসে মুনাফার কিস্তি সর্বোচ্চ ১১·৫২% হারে টাকা ৯৬০.০০ (নয়শত ষাট) মাত্র প্রদেয় হইবে। প্রাপ্য মুনাফা হইতে উৎসে আয়কর কর্তন/লেভী কর্তন হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বিনিয়োগকৃত টাকা উত্তোলন করা হইবে, সেক্ষেত্রে উপরের ছক-১ (পরিবার সঞ্চয়পত্রে বছরভিত্তিক প্রাপ্য মুনাফার হার)-এ প্রদর্শিত বছরভিত্তিক হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হইয়া থাকিলে উহা মূল টাকা হইতে কর্তন করিয়া সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন মূল্যমানের পরিবার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপ হইবে—

ছক-১(ক): বিভিন্ন মূল্যমানের সঞ্চয়পত্রে মাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণঃ

(উৎসে কর/লেভী কর্তন ব্যতীত)

বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	মাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ (টাকায়)
১	২
(ক) ১০,০০০·০০	৯৬·০০
(খ) ২০,০০০·০০	১৯২·০০
(গ) ৫০,০০০·০০	৪৮০·০০
(ঘ) ১,০০,০০০·০০	৯৬০·০০
(ঙ) ২,০০,০০০·০০	১,৯২০·০০
(চ) ৫,০০,০০০·০০	৪,৮০০·০০
(ছ) ১০,০০,০০০·০০	৯,৬০০·০০

টীকা: (১) মাসিক মুনাফা উত্তোলনের পর ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ শেষে মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া যাইবে।

(৩) পরিবার সঞ্চয়পত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে গৃহীত মাসিক মুনাফা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে। ১ (এক) লক্ষ টাকার পরিবার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিয়া মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে নিম্নোক্ত ছক-১(খ) মোতাবেক অর্থ ফেরত পাওয়া যাইবে—

ছক-১(খ): পরিবার সঞ্চয়পত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়নের ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকায় প্রাপ্য টাকার পরিমাণঃ

(উৎসে কর/লেভী কর্তন ব্যতীত)

সময়সীমা	মাসিক মুনাফা উঠাইয়া বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত গ্রহণ করিলে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
১	২
১ম বৎসর চলাকালীন	১,০০,০০০-গৃহীত মুনাফা
২য় বৎসর চলাকালীন	১,০৯,৫০০- গৃহীত মুনাফা
৩য় বৎসর চলাকালীন	১,২০,০০০- গৃহীত মুনাফা
৪র্থ বৎসর চলাকালীন	১,৩১,৫০০- গৃহীত মুনাফা
৫ম বৎসর চলাকালীন	১,৪৪,০০০- গৃহীত মুনাফা

৩। পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪

(ক) উপরি-উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-১০ এর উপানুচ্ছেদ (১), (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপানুচ্ছেদ (১), (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"(১) মুনাফার হারঃ ১১.৭৬% মেয়াদান্তে। পেনশনার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার নিম্নোক্ত ছক-১ অনুযায়ী প্রাপ্য হইবে ঃ

ছক-১: পেনশনার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রাপ্য মুনাফার হার (উৎসে কর/লেভী কর্তন ব্যতীত)

নগদায়ন কাল	মুনাফার হার
১	২
১ম বছরান্তে	৯·৭০%
২য় বছরান্তে	১০·১৫%
৩য় বছরান্তে	১০·৬৫%
৪র্থ বছরান্তে	১১·২০%
৫ম বছরান্তে	১১·৭৬%

টীকা: (১) পূর্ণমেয়াদের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকায় প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর মুনাফার কিস্তি সর্বোচ্চ ১১.৭৬% হারে টাকা ২,৯৪০.০০ (দুই হাজার নয়শত চল্লিশ) মাত্র প্রাপ্য হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন/লেভী কর্তন হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বিনিয়োগকৃত টাকা উত্তোলন করা হইবে, সেক্ষেত্রে উপরের ছক-১ (পেনশনার সঞ্চয়পত্রে বছরভিত্তিক প্রাপ্য মুনাফার হার)-এর প্রদর্শিত বছরভিত্তিক হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হইয়া থাকিলে উহা মূল টাকা হইতে কর্তন করিয়া সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন মূল্যমানের পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপ হইবে—

ছক-১(ক): বিভিন্ন মূল্যমানের পেনশনার সঞ্চয়পত্রের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণঃ

(উৎসে কর/লেভী কর্তন ব্যতীত)

বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ (টাকায়)
১	২
(ক) ৫০,০০০·০০	১,৪৭০·০০
(খ) ১,০০,০০০·০০	২,৯৪০·০০
(গ) ২,০০,০০০·০০	৫,৮৮০·০০
(ঘ) ৫,০০,০০০·০০	১৪,৭০০·০০
(ঙ) ১০,০০,০০০·০০	২৯,৪০০·০০

টীকা: (১) পেনশনার সঞ্চয়পত্রে ত্রৈমাসিক মুনাফা উত্তোলনের পর ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদ শেষে মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া যাইবে।

(৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে গৃহীত ত্রৈমাসিক মুনাফা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে। ১ (এক) লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিয়া মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে নিম্নোক্ত ছক-১(খ) মোতাবেক অর্থ ফেরত পাওয়া যাইবে—

ছক-১(খ): মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়নের ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকায় ফেরতযোগ্য টাকার পরিমাণ : (উৎসে কর/লেভী কর্তন ব্যতীত)

সময়সীমা	৩-মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করিয়া বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত গ্রহণ করিলে প্রাপ্য টাকা
১	২
১ম বৎসর চলাকালীন	১,০০,০০০-গৃহীত মুনাফা
২য় বৎসর চলাকালীন	১,০৯,৭০০- গৃহীত মুনাফা
৩য় বৎসর চলাকালীন	১,২০,৩০০- গৃহীত মুনাফা
৪র্থ বৎসর চলাকালীন	১,৩১,৯৫০- গৃহীত মুনাফা
৫ম বৎসর চলাকালীন	১,৪৪,৮০০- গৃহীত মুনাফা

৪। The Post Office Savings Bank Rules

(ক) উপরি-উক্ত Rules এর Rule 36-B এর clause (e) এর sub-clause(i)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-clause (i) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"(i) The rate of profit to be allowed on fixed deposit for different periods are as follows:

Table-1: Year-wise rate of profit

Period	Rate of profit
1	2
Deposit for one year	10·20%
Deposit for two years	10·70%
Deposit for three years	11·28%

(খ) উপরি-উক্ত Rules এর Rule 36-B এর clause (e) এর sub-clause (ii)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-clause (ii) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"(ii) Profit for each period of 6 (six) months or over but not for a period of less than 6 (six) months to be calculated as follows:

Table-1: Year-wise rate of profit

Period	Rate of profit
1	2
Deposit for one year	9·00%
Deposit for two years	9·50%
Deposit for three years	10·00%

৫। The Wage Earner Development Bond Rules, 1981 (Amendment up to July 2012)

(খ) উপরি-উক্ত Rules এর Rule-4 এর Sub-rule(1) এর স্থলে নিম্নরূপ Sub-rule(1) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"(1) The Bond(s) shall mature for payment on or after five years from the date of its purchase but the Bond-holder may surrender the Bond(s) and encash the same at the paying office after 6 (six) months of purchase when he will be paid the principal amount together with interest on premature encashment at the rate specified below :

Table-1: Payable rate of interest

Premature encashment	Rate of Interest Payable
1	2
(a) Before 6 (six) months from the date of issue	No interest
(b) On completion of 6 (six) months but before 12 months	8·70% for six months
(c) On completion of 12 (twelve) months but before 18 months	9·45% for 12 months
(d) On completion of 18 months but before 24 months	10·20% for 18 months
(e) On completion of 24 months but before 60 months	11·20% for 54 months
(f) On completion of 60 months and thereafter	12·00% for 60 months

Note: Half-yearly interest if drawn for any half-year be adjusted from the amount allowed on the above basis.

(খ) উপরি-উক্ত Rules এর Rule-4 এর Sub-rule (2) এর স্থলে নিম্নরূপ Sub-rule (2) প্রতিস্থাপিত হইবে—

"(2) The Bond-holder will be entitled to draw interest on half-yearly basis at 12% per annual. Any interest if not drawn will be paid with principal Amount on maturity with the benefit of compound interest at 12% on half-yearly basis."

৬। ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদি)-এর ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা প্রিমিয়াম সনম্বয়পূর্বক মুনাফার হার ১২%-এ নির্ধারণ করা হইল। ফলশ্রুতিতে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এর সুদের হার অপরিবর্তিত থাকিবে।

৭। সঞ্চয় স্কীমসমূহের মুনাফার উপর আরোপিত উৎসে আয়কর কর্তন বহাল এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রিমিয়াম প্রদানের বর্তমান বিধান বাতিল করা হইল।

৮। হিসাবের সুবিধার্থে মাসিক/৩-মাস/৩-বছর (মেয়াদান্তে)/৫-বছর (মেয়াদান্তে) মেয়াদি সঞ্চয় স্কীমসমূহের মোট মুনাফার পরিমাণ ৫(পাঁচ) গুণিতক সংখ্যায় নির্ধারণ করা হইল।

৯। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ ২৩ মে, ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং উক্ত তারিখের পূর্বের ক্রয়কৃত সকল সঞ্চয় স্কীমসমূহের ক্ষেত্রে ক্রয়কালীন সময়ে বিদ্যমান হারে মুনাফা প্রযোজ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৪ কার্তিক ১৪২২/২৯ অক্টোবর ২০১৫

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২৩.০২৮.০৩(অংশ)-২৩৯—The U.S Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর Rule-14 তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১৪-১১-২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-১৮/২০০৩/২৮০- এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচিত নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন ব্যক্তির সিআইপি কার্ডের মেয়াদ আগামী ৩১-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হ'ল ঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারীর নাম	ঠিকানা	বৈদেশিক ঠিকানা
(১)	জনাব জয়নুল হক সিকদার	২৬৫ ঈদগাহ রোড, রোড ১৫ (পুরাতন), ৮/এ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।	12101, Palms BLVD, Los Angeles, California-900066, USA.
(২)	মনোয়ারা বেগম সিকদার	২৬৫ ঈদগাহ রোড, রোড ১৫ (পুরাতন), ৮/এ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।	12101, Palms BLVD, Los Angeles, California-900066, USA.
(৩)	জনাব রিক হক সিকদার	২৬৫ ঈদগাহ রোড, রোড ১৫ (পুরাতন), ৮/এ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।	12101, Palms BLVD, Los Angeles, California-900066, USA.

২। উল্লিখিত বিনিয়োগকারীগণ The U.S Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর Rule-14 তে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে সিআইপি সুবিধা ভোগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৩ কার্তিক ১৪২২/১৮ অক্টোবর ২০১৫

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২৩.০১৮.০৩(অংশ)-২৪০—The U.S Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর Rule-14 তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিনিয়োগকারীকে ২০১৫ সালের জন্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে (সিআইপি) নির্বাচন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারীর নাম	ঠিকানা	বৈদেশিক ঠিকানা
(১)	ডাঃ মোঃ আফতাব হোসেন	পরিজাত-৮৮, পাবলা ক্রস, রোড নম্বর-২, দৌলতপুর, খুলনা।	MBBS, MRCGP (Uk) Managing Director and Lead Clinician, Aston Healthcare Ltd., Liverpool, L360UB, UK. Governing Body Member and Prescribing Lead, Knowsley CCG, NHS England.

২। উল্লিখিত বিনিয়োগকারী The U.S Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর Rule-14 তে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে সিআইপি সুবিধা ভোগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল জব্বার
সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ নভেম্বর ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০২.১৫-৬১৬—০৪ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তাবয়নের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কেইসের তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও মনিটর করার জন্য গত ০১-০৯-২০১৫ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০২.১৫-৪৮০ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(১) যুগ্মসচিব (আইন-২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক (বিশেষ অপরাধ), পুলিশ সদর দপ্তর।

(৩) যুগ্ম কমিশনার (ডিবি), ডিএমপি, ঢাকা

(৪) বিশেষ পুলিশ সুপার (রাজনৈতিক), এসবি, ঢাকা

(৫) বিশেষ পুলিশ সুপার (অর্গানাইজড ক্রাইম), সিআইডি, ঢাকা।

(৬) পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইং), র‍্যাব সদর দপ্তর, ঢাকা।

(৭) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক (যুগ্ম পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়)।

সদস্য-সচিব

(৮) অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার (নিরাপত্তা), এসবি, ঢাকা।

২। কমিটির কার্যপরিধি :

- বর্তমান সময়ে আলোচিত ও দ্রুত ফলাফল অর্জনে সক্ষম সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কেইস বাছাই করে দ্রুত তদন্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- তদন্ত পর্যায়ে আন্তঃ সংস্থা সমন্বয় সাধন করবে;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা আয়োজন করে তদন্তের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করবে;
- কমিটি মামলার বাদী ও আইন কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে বিচারিক প্রক্রিয়ায় কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং
- এপিজি'র অন সাইট ভিজিটের পূর্বে ফলাফল অর্জনের নিমিত্তে উল্লিখিত কেইসের তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইনানুগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যক্তিকে 'কো-অপ্ট' করতে পারবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ১৯ অক্টোবর ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-৩৭/২০১৫-৫৯৫—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঠাকুরগাঁও জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বিকাশ কুমার সাহা
উপসচিব (প্রশাসন)।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৫ অক্টোবর ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-৩৫/২০১৫-৬০৮—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব সৈয়দা তামান্না বেগম, পিতা মরহুম এস, এম, সারওয়ার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি

উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-১৬/২০১৫-৬০৯—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব রাখাল চন্দ্র মিত্র, পিতা প্রয়াত রবীন্দ্র লাল মিত্র-কে সমগ্র বাংলাদেশে অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ৭ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৬২/৮৫(অংশ-১)-৫৩৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, পিতা মৃত আনোয়ার হোসেন, মাতা মোছাঃ তছলিমা খাতুন, গ্রাম লাহিনীপাড়া, ডাকঘর এম এম হোসেন, উপজেলা কুমারখালী, জেলা কুষ্টিয়া। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার ৬নং চাপড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ৮ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-১৭/২০১৪-৫৩৬—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব অনয় কুমার সরকার, পিতা মৃত অজিতবন্ধু সরকার, মাতা সুপ্রিয়া সরকার, মহল্লা কালীকাপুর, মাষ্টারপাড়া, ডাকঘর হারোয়া, উপজেলা বড়াইগ্রাম, জেলা নাটোর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ১৩ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-০৬/২০০৫-৫৪২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মুহাম্মদ মহি উদ্দিন, পিতা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, মাতা জাহানারা আক্তার, ৬৫/১ ছায়রা ম্যানশন, আতিকুল আলম সড়ক, ওয়ার্ড নং ০৫, ফেনী পৌরসভা, জেলা ফেনী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেনী জেলার ফেনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ১৪ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৯৬/২০১৩-৫৪৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব গৌরচরন দাস, পিতা মৃত দুধ রাজ দাশ, মাতা চন্দ্র কলা দাস, গ্রাম চন্দপুর, ডাকঘর সুজাতপুর, উপজেলা লাখাই, জেলা হবিগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ২৮ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৫২/২০০৪(অংশ)-৫৬৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ কাজেম আলী, পিতা মৃত আব্দুল বাকী, মাতা হাছনা বানু, মহল্লা বাড়াইপাড়া, ওয়ার্ড নং-১, থানা নীলফামারী সদর, জেলা নীলফামারী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার নীলফামারী পৌরসভার ১, ২ ও ৬ ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ কার্তিক, ১৪২২/২০ অক্টোবর ২০১৫

নং ১৩.০০.০০০০.০২২.০০৪.০০২.১৫-৫৫৯—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' কর্তৃক উহার সদস্য হিসেবে মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে কো-অপ্ট করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানী-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ কার্তিক ১৪২২/২৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০০৬.১৩-৪৩৬—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), (সাময়িক বরখাস্ত) বাংলাদেশ টেলিকমিনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), সিলেটে কর্মরত থাকা অবস্থায় তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব বিনয় কৃষ্ণ গায়েন, বিভাগীয় প্রকৌশলী (ফোন্স), সহযোগে বিটিসিএল, সিলেট-এর তালতলাস্থ এক্সচেঞ্জের সাথে সুনামগঞ্জের এক্সচেঞ্জের সংযোগ স্থাপনের নামে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে সার্ভার জাতীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে অবৈধ কল প্রবাহের কার্যক্রমে লিপ্ত হয়ে বিটিসিএল এর বিপুল আর্থিক ক্ষতিসাধন করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয় এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হলে তদন্ত বোর্ড তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করে;

৩। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্ত)-এর বিরুদ্ধে তদন্তে "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধিমতে "চাকুরী হতে বরখাস্ত" এর দণ্ড প্রদানের প্রস্তাব করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার অপরাধ ও

চাকুরির বয়স বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক "নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ (reduction to a lower time-scale)" অর্থাৎ ১৫,০০০-৭০০×১৬-২৬,২০০ টাকার স্কেলের নিম্নস্কেল ১১,০০০-৪৯০×৭-২০,৩৭০ টাকার স্কেলে অবনতি করার গুরু দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৪। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশীদকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক "নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ (reduction to a lower time-scale)" এর গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর পরামর্শ/মতামত চাওয়া হলে পিএসসি তাকে উক্ত গুরুদণ্ড প্রদানে এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

৫। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারে ১ম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা বিধায় তাকে "নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।

৬। সেহেতু, "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)(সাময়িক বরখাস্ত) বর্তমানে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ন্যস্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে ২ (দুই) বছরের জন্য "নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ (reduction to a lower time-scale)" অর্থাৎ ১৫,০০০-৭০০×১৬-২৬,২০০ টাকার স্কেলের নিম্নস্কেল ১১,০০০-৪৯০×৭-২০,৩৭০ টাকার স্কেলে অবনমিত করার দণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত সময়ের কোন বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৭। দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তার "সাময়িক বরখাস্ত" আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হবে।

৮। অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর বলে গণ্য করা হবে।

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৫ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১০ কার্তিক ১৪২২/২৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪২.০৩৮.০২৪.০৮.০০.০১২.২০০৫-৪৪৫—পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জন্য অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট নিম্নবর্ণিত ৪৮ (আটচল্লিশ) টি পদ ০১-০৬-২০১৫ তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত (২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে সংরক্ষণের জন্য নির্দেশক্রমে সরকারি সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন (জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৯ অনুযায়ী)	পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪
(১)	সদস্য	সরকার কর্তৃক নিজ বেতনক্রমে নিয়োগযোগ্য	১(এক)টি
(২)	পরিচালক	২৫৭৫০-৩৩৭৫০ (৪র্থ গ্রেড)	১(এক)টি
(৩)	নির্বাহী প্রকৌশলী	২২২৫০-৩১২৫০(৫ম গ্রেড)	৩(তিন)টি
(৪)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	১৮৫০০-২৯৭০০(৬ষ্ঠ গ্রেড)	৬(ছয়)টি
(৫)	সহকারী প্রকৌশলী	১১০০০-২০৩৭০(৯ম গ্রেড)	২(দুই)টি
(৬)	সহকারী পরিচালক/সহঃ কারিগরী কর্মকর্তা	১১০০০-২০৩৭০(৯ম গ্রেড)	১(এক)টি
(৭)	প্রটোকল অফিসার	৮০০০-১৬৫৪০(১০ম গ্রেড)	১(এক)টি
(৮)	হিসাব রক্ষক	৫৫০০-১২০৯৫ (১৩তম গ্রেড)	১(এক)টি
(৯)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৮০০০-১৬৫৪০(১০ম গ্রেড)	১(এক)টি
(১০)	সহকারী গ্রন্থাগারিক	৬৪০০-১৪২৫৫(১১তম গ্রেড)	১(এক)টি
(১১)	নকশাকারক	৪৯০০-১০৪৫০(১৫তম গ্রেড)	২(দুই)টি
(১২)	সাঁট-লিপিকার কাম পিএ	৫৫০০-১২০৯৫ (১৩তম গ্রেড)	২(দুই)টি
(১৩)	সিঃ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৬৪০০-১৪২৫৫(১১তম গ্রেড)	২(দুই)টি
(১৪)	হিসাব সহকারী	৪৯০০-১০৪৫০(১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি
(১৫)	উচ্চমান সহকারী	৪৯০০-১০৪৫০(১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি

১	২	৩	৪
(১৬)	জরিপকারী	৪৯০০-১০৪৫০(১৫তম গ্রেড)	১(এক)টি
(১৭)	নিম্নমান সহকারী	৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি
(১৮)	গ্রন্থাগার সহকারী	৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি
(১৯)	টেলিফোন অপারেটর তথা অভ্যর্থনাকারী	৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬তম গ্রেড)	১(এক)টি
(২০)	ডাটা এন্ট্রি অপাঃ কাম টাইপিস্ট	৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬তম গ্রেড)	৪(চার)টি
(২১)	গাড়ী চালক	৪৭০০-৯৭৪৫ (১৬তম গ্রেড)	৩(তিন)টি
(২২)	নিরাপত্তা প্রহরী	(চুক্তিভিত্তিক)	৩(তিন)টি
(২৩)	বার্তা বাহক/এমএলএসএস	৪১০০-৭৭৪০(২০তম গ্রেড)	৭(সাত)টি
(২৪)	সুইপার	(চুক্তিভিত্তিক)	১(এক)টি

২। উপর্যুক্ত অস্থায়ী পদের বেতন ও ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সাংবিধানিক কোড নং-৩, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালন ইউনিট-৩২৮৩, প্রাতিষ্ঠানিক কোড-৪৭০৫, অর্থনৈতিক কোড-৫৯০১ (সাধারণ মঞ্জুরী) ও অন্যান্য মঞ্জুরী বেতন বাবদ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এ ব্যয় মিটানো হবে।

৩। এ আদেশ জারীতে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে এবং এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

ফাহমিদা খানম
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ কার্তিক ১৪২২/২৬ অক্টোবর ২০১৫

নং ২৫.০০.০০০০.০১৯.০২.১৪.১৯৯৯-৭১০—চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৫৯ এর ৪(২) (এইচ) উপ-ধারা বলে সরকার জনাব এম জহিরুল আলম দোভাষ এর স্থলে জনাব হাসান মুরাদ বিপ্লব, কাউন্সিলর, ৬৫ আলকরণ রোড, ডাকঘর জিপিও, থানা কোতোয়ালী, ওয়ার্ড-৩৩ নং, ফিরিঙ্গীবাজার, জেলা চট্টগ্রাম-কে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-১২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ কার্তিক ১৪২২/২৯ অক্টোবর ২০১৫

নং ২৫.১১.০০০০.০২৫.১৩.০১৭.১৫-৯৪৪—অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব সৈয়দ আহম্মদ-কে The Public Servants (Retirement)(Amendment) Ordinance, 2011 এর সেকশন-8 অনুযায়ী আগামী ৩০-১০-২০১৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরী হতে অবসর প্রদান করা হলো এবং ৩১-১০-২০১৫ তারিখ হতে ৩০-১০-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এক বছর অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হলো।

২। তিনি অর্থ বিভাগ হতে জারীকৃত ০৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখের ৬২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অবসর এবং পিআরএল কালীন সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জালাল উদ্দিন
সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১৯ অক্টোবর ২০১৫

নং ২৬.০০.০০০০.০৮৮.৩১.০০৫.১১/১৮৬—যেহেতু, জনাব মোঃ শহিদুল হক, নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা, বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত বিধিমালার ১১(১) বিধি মোতাবেক তাহাকে চাকুরি হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এক্ষণে, সেহেতু, উক্ত বিধিমালার ১১(১) বিধি অনুসারে জনাব মোঃ শহিদুল হক-কে চাকুরি হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইল।

২। প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষভাতা পাইবেন।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১৮

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ আশ্বিন ১৪২২/৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৩৯.০০.০০০০.০১৮.০৬.০২৯.১৫-১৩৩—বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৯ নং আইন)-এর ১৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিউক্লীয় নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক (regulatory) বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গ সমন্বয়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের "উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করলো :

আহ্বায়ক

(ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(খ) প্রকৌশলী এম, এ কাইউম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা।

(গ) অধ্যাপক ড. খোরশেদ আহমেদ কবির, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(ঘ) প্রকৌশলী কাজী ওবায়দুল আউয়াল, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা।

(ঙ) ডাঃ ফৌজিয়া মোসলেম, প্রাক্তন পরিচালক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা।

(চ) ড. ইউনুস আকন্দ, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা।

(ছ) অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমস (BAURES)

(জ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও প্রশিক্ষণ), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ঝ) যুগ্মসচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ঞ) যুগ্মসচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ট) যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ঠ) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী, মহাপরিচালক, বিএ-৩২৪৮, এনডিইউ, পিএসসি, অপারেশন ও পরিকল্পনা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

(ড) যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ঢ) যুগ্মসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। পরবর্তী প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মহঃ শের আলী
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৩ কার্তিক ১৪২২/২৮ অক্টোবর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৪.০০৭.১২-৩৮৭—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের সংশোধিত স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫
(১)	নারচর	১৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(২)	পূর্বলোহানী	১৬	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(৩)	কনকপুর	১৭৫	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(৪)	বাসুন্ডা	১৮৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(৫)	বাতিসা	২২৬	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(৬)	বান্নাঘর	৭০	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(৭)	পূর্ব্ব ভাতরা	৭১	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(৮)	আজিয়া পাড়া	৭৮	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(৯)	দক্ষিণ বদরপুর	১৭৯	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
(১০)	মঘুয়া	১৮৯	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা

১	২	৩	৪	৫
(১১)	উত্তর দিঘীরপাড়	৪৭	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১২)	নাসির খোলা	৭৩	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১৩)	মাজুর	৮৮	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১৪)	দরিকান্দি	১১৬	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১৫)	দক্ষিণ দিলালপুর	১১৭	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১৬)	পান্তী	১৪৪	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১৭)	নরসিংহপুর	১৪৮	মুরাদনগর	কুমিল্লা
(১৮)	বড় আলিপুর	২১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(১৯)	দুধ ঘাটা	২৭	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২০)	তিতাস নদীর নতুনচর	৬৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২১)	উজিরাকান্দি	৭৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২২)	বারাগাঁও	১০২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৩)	উত্তর গোপ চর	১১৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৪)	লামচরি	১৯১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৫)	মন্থন	১৯২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৬)	চর সাহাপুর	২০৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৭)	নৈয়াইর	২২৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৮)	ধারিবন	২৩৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(২৯)	পূর্ব্ব কালাসোনা	২৬৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩০)	হাসনাবাদ	২৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩১)	গোবিন্দপুর	৪৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩২)	আলির গাঁও	৭৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৩)	পূর্ব্ব বলরামপুর	৫৭	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৪)	তালতলী	১০৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
(৩৫)	সোমারগাঁও	১১৫	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৬)	হবিরগাঁও	১১৬	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৭)	দক্ষিণ পাঁচপুখরিয়া	১১৭	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৮)	বেকী	১০৫	বরুড়া	কুমিল্লা
(৩৯)	কালরা	২০৫	বরুড়া	কুমিল্লা
(৪০)	মইসার	২১৮	বরুড়া	কুমিল্লা
(৪১)	কালিকাপুর	২২৪	বরুড়া	কুমিল্লা
(৪২)	দেওরপাড়	২০১	বরুড়া	কুমিল্লা
(৪৩)	কাজকামতা	১৯৯	বরুড়া	কুমিল্লা
(৪৪)	বেতুয়া	৯৪	বরুড়া	কুমিল্লা
(৪৫)	ছোট নিশ্চিতপুর	৮৮	বরুড়া	কুমিল্লা
(৪৬)	দিগৈ	০৯	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৭)	ব্রাহ্মনীচোয়া	৯৩	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৮)	মাহাম্মদপুর	১১০	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৯)	প্রতাপপুর	৯০	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর

১	২	৩	৪	৫
(৫০)	চলভাগল	১০৬	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫১)	জামালপুর	১৪৭	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫২)	লুধুয়া	১৪৩	মতলব	চাঁদপুর
(৫৩)	চন্দ্রপুর	০৭	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৪)	চান্দিসার	৪০	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৫)	সৈদপুর	৫৭	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৬)	দূর্গাপুর	৬৩	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৭)	পাথরিয়াদ্বার	৬৫	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৮)	লক্ষীপুর	৭০	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৯)	কোটনা	৭৮	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬০)	বিশারাবাড়ী	৮২	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬১)	লক্ষীপুর	১১৪	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬২)	রাজ বল্লভপুর (বিদ্যানগর)	১৩৮	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬৩)	জয়দেবপুর	১৩৯	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬৪)	নয়নপুর হাট	১৫১	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬৫)	মন্দবাগবাজার	১৫২	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬৬)	কেরুলকোপা	১৭	নাছিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া

তারিখ, ১৮ কার্তিক ১৪২২/০২ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.০৪৯.১৫.১৫-৩৮৯—১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের (১৮৭৫ সনের ৫ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ১নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত নতুন জেগে উঠা চরের দিয়ারা জরিপ কাজ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হলো ঃ

এলাকার নাম	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
ঠেঙ্গারচর	হাতিয়া	নোয়াখালী	এলাকাটি নতুন জেগে উঠা চর

তারিখ, ১৯ কার্তিক ১৪২২/০৩ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.০৪৯.১৩.১৫-৩৯২—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের সংশোধিত স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	ইউসুফপুর	১৮৪	বাঘা	রাজশাহী
(২)	চাকলাবিনোদপুর	৫১	লালপুর	নাটোর
(৩)	আরাজী বাকনাই	৫৬	লালপুর	নাটোর
(৪)	নাংলা	১২৯	লালপুর	নাটোর

তারিখ, ২০ কার্তিক ১৪২২/০৪ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.০৫৫.২০১১-৩৯৬—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের সংশোধিত স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	আন্দীরপাড়	৩৯২	লাকসাম	কুমিল্লা
(২)	ভাওরপাড়া	১২০	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৭ অক্টোবর ২০১৫

নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃ কমিটি-৭/৯৯(অংশ-৩)/৯৭—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গাজীপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও স্বামীর নাম
(১)	মিসেস নেজবাহার বেগম, স্বামী মোঃ নূরুল ইসলাম
(২)	বেগম হোসনে আরা সিদ্দিক জুলি, স্বামী মোঃ আজগর হোসেন
(৩)	আলহাজ্ব সেলিনা ইউনুস, স্বামী মোঃ ইউনুছ আলী
(৪)	মোসাঃ ফাহিমা আক্তার হোসনা, পিতা আবেদ আলী
(৫)	মোসাঃ নিলিমা আক্তার লিলি, স্বামী মোঃ ইলিয়াস

২। উপরোল্লিখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মিসেস নেজবাহার বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

তারিখ, ৪ নভেম্বর ২০১৫

নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃ কমিটি-৭/৯৯(অংশ-১)/৯৮—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো :

ক্রঃনং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	জনাব সালমা ওসমান লিপি, স্বামী আলহাজ্ব এ, কে,এম শামীম ওসমান, মাননীয় সংসদ, নারায়ণগঞ্জ-৫।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	প্রফেসর ড. শিরিন বেগম, স্বামী এড. সামসুল ইসলাম ভূইয়া, ৭০, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
(৩)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	ইসরাত জাহান খান স্মৃতি, স্বামী মোঃ শামীম, জামতলা, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
(৪)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	কামরুন্নেসা মিতালী, স্বামী মোঃ ইকবাল হোসেন, ৪৬/৬, জামতলা, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
(৫)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মাহামুদা রহমান ডালিয়া, স্বামী হাবিবুর রহমান, জামতলা, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের জনাব সালমা ওসমান লিপি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৬.০০২.১৫-৮৫৮—গত ০৮-০৭-২০১৫ তারিখ কাজী ওয়াছি উদ্দিন, যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, খুলনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করেন। উক্ত অভিযোগ অনুযায়ী জনাব সমীর কুমার রায়, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা। আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা গত অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা একটিও অর্জন করেননি, ইনকিউবটের মেশিনটি মেরামত না করে এটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো রেখেছেন। জুলাই/১৪ এবং আগস্ট/১৪ মাসের স্টক সম্পর্কিত প্রতিবেদন অনুযায়ী খামারের সব হাঁসের বাচ্চাসহ হাঁসা ও ডিমপাড়া হাঁসী বিক্রী করেছেন। খামারের ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হয়েছে। অসৎ উদ্দেশ্যে খামারের অব্যবস্থাপনা করে হাঁসের খাবারের সম্পূর্ণ টাকা এবং আনুসংগিক ব্যয় অবৈধভাবে খরচ করেছেন যা পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মকর্তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে অসদাচরণ এর সামিল বলে গণ্য হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার বিধি ১১(১) মোতাবেক চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ১১(১) অনুযায়ী জনাব সমীর কুমার রায়, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা-কে অদ্য ০১-১১-২০১৫ তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হল।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে সহকারী পরিচালক, লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং/রিজার্ভ পদে থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব।

প্রশাসন-২ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৩ কার্তিক ১৪২২/২৮ অক্টোবর ২০১৫

নং ৩৩.০০.০০০০.১০৮.১৬.০০.০৭৪.০৮-১৭৩৭—মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মিজ্ ফারজানা আক্তার, প্রশাসনিক কর্মকর্তার বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে বিদায় তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবদুল ওহাব ভূঞা
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ আশ্বিন ১৪২২/১৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৪.১৪-৫৬০—যেহেতু বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব রতন কুমার দেব (৫৪৭২), অধ্যক্ষ, ফুলবাড়ি সরকারি কলেজ, দিনাজপুর কর্তৃক ০.৪৭ শতক নালিশি জমির নিরংকুশ মালিকানা সংরক্ষণের স্বার্থে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), দিনাজপুর আদালতের রায়ের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ হিসেবে অধ্যক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে ৫ মাস সময় ক্ষেপণ করায় মামলায় বাদী কর্তৃক নালিশী জমি হেবা ঘোষণার মাধ্যমে হস্তান্তর ও নাম খারিজ করে নিয়েছেন। তাতে প্রফেসর রতন কুমার দেব এর অধ্যক্ষ হিসেবে অদক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন এবং ২১-০৯-২০১৫ তারিখে তার শুনানী গ্রহণ করা হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনানী ও নথি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। সেহেতু সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি ৩(বি) অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে জনাব রতন কুমার দেবকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

অতএব, জনাব রতন কুমার দেব (৫৪৭২), অধ্যক্ষ (গণিত), ফুলবাড়ি সরকারি কলেজ, দিনাজপুর এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

অধিশাখা ঃ ২২ (উন্নয়ন-৩)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩০ আশ্বিন ১৪২২/১৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৮৩.০২৭.০১৬.১২(খণ্ড)/৫৩৪—শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের মাদারীপুর জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সৈয়দ সহিদুর রহমান অসত্য, বানোয়াট ও অশোভনীয় বিষয়বস্তু উল্লেখ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ছাড়াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৮৩. ০২৭.০১৬.১২-৬৭৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কারণ দর্শানোর জবাবে তিনি নিজেকে নির্দোশ দাবী করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ২৬ মে ২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযুক্তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় এ মামলা চলার কোন বৈধ কারণ না থাকায় PRL ভোগরত সৈয়দ সহিদুর রহমান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক আনীত অসদাচরণের অভিযোগ হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের ৩৭.০০. ০০০০.০৮৩.০২৭.০১৬.১২-৬৭৮ সংখ্যক স্মারক মূলে সৈয়দ সহিদুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব, PRL ভোগরত), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর জোন, মাদারীপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৮৩.০২৭.০১৫.১৫-৫৩৫—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন গৌরিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ এর জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) জনাব মোঃ এনামুল হাসান কাজল গত ৩০ জুন ২০১২ তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের ৩৭.০৩. ০০০০.০৮৩.২৭.০১৫.১৫-২৫২ স্মারকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কারণ দর্শানোর জবাবে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ০২ জুন ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

২। অভিযুক্তের জবাব, অধ্যক্ষের মতামত ও ব্যক্তিগত শুনানীকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক তাকে 'তিরস্কার (censure)' দণ্ড প্রদান এবং অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন গৌরিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ এর জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) জনাব মোঃ এনামুল হাসান কাজল-কে 'তিরস্কার (censure)' দণ্ড প্রদান করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিত কালকে অর্থাৎ গত ৩০ জুন ২০১২ তারিখ হতে ৩১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ২ (দুই) বছর ০৫(পাঁচ) মাস ০২ (দুই) দিন অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৪ অধিশাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১১ কার্তিক ১৪২২/২৭ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৪২.১২-৭১—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল হক, সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যশোর (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর) এর বিরুদ্ধে গত ১৭-০২-২০১৩ তারিখে তাঁর পূর্ববর্তী কর্মস্থল কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর এ তত্ত্বাবধায়ক (ভারপ্রাপ্ত) এর দায়িত্ব পালনকালে কেন্দ্রের নিবাসী আকাশ নিহত হওয়ার ঘটনায় তাঁর দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলায় (নং ২১/২০১৩ তারিখ: ১৭-০২-২০১৩) চালু করা হয়। উক্ত মামলায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় গত ২৯-০৪-২০১৪ তারিখে ৪১.০০. ০০০০.০৩৬.২৭.০৪২.১২.৩৪১ সংখ্যক স্মারক যোগে তাঁর 'আগামী ০২(দুই) বৎসরের জন্য তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা'র দণ্ড আরোপ করার আদেশ জারী করা হয় ; এবং

যেহেতু, আপনি উক্ত আদেশ মান্য করে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রেখে বেতন আহরণ করেন। পরবর্তীতে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আপীল আবেদন করেন ; এবং

যেহেতু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আপনার আবেদনটি বিবেচিত হয়েছে ;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-২২ মোতাবেক আপীল আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ায় জনাব মোঃ রেজাউল হক এর বিরুদ্ধে গত ২৯-০৪-২০১৪ তারিখে ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৪২.১২-৩৪১ সংখ্যক স্মারক যোগের প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করা হলো।

১। তিনি পূর্ব বেতনের ধারাবাহিকতাসহ সকল সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহতভাবে প্রাপ্য হবেন।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.১৮৫.০৭-৭২—যেহেতু, খান আবুল বাশার, সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-১, ঢাকা (প্রাক্তন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর) এর বিরুদ্ধে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুরে কর্মকালীন সময়ে ঘূর্ণায়মান তহবিলের ৫,২০,৭৮৩ (পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত তিরাশি) টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (নং ১৮/২০০৭ তাডিরখ: ১৮-১২-২০০৭) চালু করা হয়। উক্ত মামলায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় গত ২৩-১২-২০১৪ তারিখে ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭. ১৮৫.০৭.৩৯৬ সংখ্যক স্মারক যোগে তাঁকে 'নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড আরোপ করার আদেশ জারী করা হয় ; এবং

যেহেতু, আপনি উক্ত আদেশমান্য করে নিম্ন স্কেলে বেতন আহরণ করেন। পরবর্তীতে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আপীল আবেদন করেন ; এবং

যেহেতু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আপনার আবেদনটি বিবেচিত হয়েছে ; এবং

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-২২ মোতাবেক আপীল আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ায় খান আবুল বাশার এর বিরুদ্ধে গত ২৩-১২-২০১৪ তারিখে ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.১৮৫.০৭-৩৯৬ সংখ্যক স্মারক যোগের প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করা হলো।

১। তিনি পূর্ব বেতন স্কেলের সকল সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহত-ভাবে প্রাপ্য হবেন।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৮ কার্তিক ১৪২২/০২ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৪০.১২-৭৩—যেহেতু, ২৩-০৫-২০১২ বিকাল ২.৪২ ঘটিকায় ০১৮১৬৮৫০৩৪৫ নম্বরের মোবাইল ফোন হতে এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে জনৈক ব্যক্তি আপনাকে অর্থাৎ জনাব মোঃ শাহ আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চরফ্যাশন, ভোলাকে উপপরিচালক, ভোলা এর অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের উপর চাপ সুষ্টি করেন ; এবং

যেহেতু, পরবর্তীতে ০১৮১৬৮৫০৩৪৫ নম্বর মোবাইল ফোনের মালিকানা যাচাই অন্তে জানা যায় যে, উক্ত ফোনটি এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন এর নয়। পরবর্তীতে আপনী ৩০-০৫-১২ রোজ বুধবার জনাব মোঃ আমিন শরীফ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১) এর নিকট আপনাকে উপপরিচালক, ভোলা এর দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে কি না তা টেলিফোন মারফত জানতে চাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) মোতাবেক "অসদাচণ" এর অভিযোগে গত ২৮-০৩-২০১৩ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ৪১.০৩৬. ০০১.০০.০০.০৪০.২০১২-২০১ সংখ্যক স্মারকযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ২৫/১৩ তারিখ ২৮-০৩-২০১৩) দায়ের করা হয় ; এবং

যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন। শুনানী অন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত হয় এবং একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ;

যেহেতু, উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ;

সেহেতু, জনাব মোঃ শাহ আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চরফ্যাশন, ভোলা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৪(২)(এ) মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

তারিক-উল-ইসলাম
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৫ কার্তিক ১৪২২/২০ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৪-৬১৮—ডিএমপি, সূত্রাপুর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ: ১৮-০১-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ সূত্রাপুর থানাধীন ৫৪/২ জনসন রোডস্থ ডাচ বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথের সামনে পাকা রাস্তার উপর অতর্কিত আক্রমন করে জননিরাপত্তা বিপন্ন করাসহ জনমনে আতংক সৃষ্টি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে গাড়ী পোড়ানোর অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ, ০৪ কার্তিক ১৪২২/১৯ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৬২৫—সিএমপি, চট্টগ্রাম এর খুলশী থানার মামলা নং-১৩, তারিখ: ১৮-০৪-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ খুলশী থানাধীন জিইসি মোড়ে জামান হোটেলের পার্শ্বে এপেক্স শো-রুম-এর সামনে পাকা রাস্তার উপর পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পারস্পরিক যোগসাজসে হিযবুত তাহরীর এর লিফলেট বহন ও বিতরণ করে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের সদস্য হয়ে এবং উহার সমর্থন করে জনসাধারণকে প্ররোচিত করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০২.১৫-৬২৬—সিএমপি, চট্টগ্রাম এর কোতোয়ালী থানার মামলা নং-২০, তারিখ: ১২-১২-২০১৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ কোতোয়ালী থানাধীন ৮নং সিরাজুদ্দৌলাহ রোডস্থ হোটেল ইন্টারন্যাশনাল এর সামনে রাস্তার উপর বেআইনী জনতাবদ্ধ হয়ে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় যানবাহন ও স্থাপনা ভাংচুর করতঃ পুলিশের উপর ইট-পাটকেল, ককটেল জাতীয় বোমা নিক্ষেপ করে গুরুতর আঘাত করে জখম করাসহ সরকারি কর্বত্যে বাধাদান এবং জননিরাপত্তা বিঘ্ন করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটন করার অবিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ০৫ কার্তিক ১৪২২/২০ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৬২৭—ডিএমপি, হাজারীবাগ থানার মামলা নং-২০, তারিখ: ২২-০৫-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯/১০ ধারায় মামলার আসামীগণ হাজারীবাগ থানাধীন বাড্ডানগর লেন মুন্সি বাড়ি মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার উপর সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীর এর সদস্য হয়ে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৬২৮—ডিএমপি, হাজারীবাগ থানার মামলা নং-২৩, তারিখ: ১০-০২-২০১৪ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ১০ ধারায় মামলার আসামীগণ হাজারীবাগ থানাধীন হাজী আফসার উদ্দিন রোডস্থ ৬২/১ জনৈক মোঃ মাইনুদ্দিন এর ০৬ তলা ভবন এর দ্বিতীয় তলার বাম পার্শ্বের একটি ফ্ল্যাটে নাশকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র ও গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৬২৯—ডিএমপি, হাজারীবাগ থানার মামলা নং-৩৮, তারিখ: ২১-০৯-২০১৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ১০ ধারায় মামলার আসামীগণ হাজারীবাগ থানাধীন টালী অফিসের সামনে ২৯৫/জ/৩/এফ টিউলিপ গার্ডেন নামক ১০ তলা ভবন এর সামনে নাশকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র ও গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৬৩০—ডিএমপি, হাজারীবাগ থানার মামলা নং-১৭, তারিখ: ১২-১২-২০১৪ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯/১০ ধারায় মামলার আসামীগণ হাজারীবাগ থানাধীন মনেশ্বর রোডস্থ বায়তুস সালাম জামে মসজিদের সামনে রাস্তার উপর নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর এর সদস্য হয়ে লিফলেট বিতরণ এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৬৩১—ডিএমপি, হাজারীবাগ থানার মামলা নং-১১, তারিখ: ০৮-১২-২০১৪ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯ ধারায় মামলার আসামীগণ হাজারীবাগ থানাধীন ১৫নং ধানমন্ডিস্থ জনৈক সিকদার বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর সদস্য হয়ে লিফলেট বিতরণ এবং নাশকতামূলক কর্মকান্ডে পরিকল্পনা করার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-৬৩২—ডিএমপি, খিলক্ষেত থানার মামলা নং-১৬, তারিখ: ২৪-০১-২০১৪ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ খিলক্ষেত থানাধীন বটতলা ইউসিবি ব্যাংকের সামনে বিপরীত গলির মুখে এবং গলির ভিতর মেহের আলী মেস এর সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর এর সদস্য হয়ে লিফলেট, বই ও ম্যাগাজিন নিজ দখলে রেখে ও বিতরণ করার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ১০ কার্তিক ১৪২২/২৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৪-৬৩৪—ডিএমপি, ঢাকার দারুস সালাম থানার মামলা নম্বর-০৯, তারিখ: ০৯-০৩-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২) ধারায় মামলার আসামীগণ দারুস সালাম থানাধীন বাড়ী নং-৪/এ/এ, ১ম কলোনী, মাজার রোড এর সামনে রাস্তার উপর বাংলাদেশের জননিরাপত্ত বিপন্ন করার জন্য এবং আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাসে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধন ও প্ররোচনা দানের অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৪-৬৩৫—ডিএমপি, ঢাকার ভাটারা থানার মামলা নম্বর-১৫, তারিখ: ১৪-০২-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯/১২/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ ভাটারা থানাধীন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকাস্থ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর পূর্ব পার্শ্বের গেইটের সামনে রাস্তার উপর নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর এর সদস্য হয়ে ও সমর্থন করে একে অপরের সহায়তায় সরকার বিরোধী পোষ্টার দেয়ালে লাগিয়ে প্রচার করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৪-৬৩৬—এসএমপি, সিলেট বিয়ানী বাজার থানার মামলা নম্বর-০২, তারিখ: ০২-০৩-২০১৫ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)(উ)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ বিয়ানী বাজার থানাধীন বিয়ানী বাজার, সিলেট মহাসড়কের শেওলা ঢেউনগর নামক স্থানে পাকা রাস্তার উপর জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে যাত্রীদের হত্যা ও গুরুতর আঘাত করার উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজসে পেট্রোল দ্বারা বাসে ও ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ কার্তিক ১৪২২/২০ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৬.২০১৫-৭০১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি), জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ১৫-০৬-২০০৪ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন ;

যেহেতু, গত ১৪-০৬-২০০৯ তারিখ সরকারি চাকুরিতে তাঁর অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ৫(পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি), জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৫-০৬-২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১০ কার্তিক ১৪২২/২৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০৩.০০.০০৫.২০১০-৭০৬—যেহেতু, ডাঃ আ. প. ম সোহরাবুজ্জামান (৩৪২৭৮) সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ০৫-০৬-২০০২ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন ;

যেহেতু, ডাঃ আ.প.ম সোহরাবুজ্জামান (৩৪২৭৮) একনাগাড়ে ০৫ বছরের অধিক চাকুরিতে অনুপস্থিত থাকায় বিএসআর (পার্ট-১) বিধি ৩৪ অনুযায়ী তাঁর চাকুরি অবসান ঘটানোর নিমিত্ত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় ;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন ;

যেহেতু, প্রাপ্ত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী এবং প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে দাখিলকৃত জবাব গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর চাকরি অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করে তাঁকে চাকুরিতে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ;

যেহেতু, ডাঃ আ. প. ম সোহরাবুজ্জামান (৩৪২৭৮) একনাগাড়ে ০৫ বছরের অধিক কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ও তিনি বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা বিধায় বিএসআর (পার্ট-১) বিধি ৩৪ মোতাবেক তাঁকে চাকুরিতে পুনর্বহালের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় ;

যেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১) বিধি ৩৪ মোতাবেক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ আ. প. ম সোহরাবুজ্জামান (৩৪২৭৮)-কে চাকুরিতে পুনর্বহাল করে ২০-০৯-২০০৮ তারিখ থেকে অবসর প্রদান করার প্রস্তাবে গত ২৮-০৯-২০১৫ তারিখে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ;

এক্ষণে সেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সম্মতির প্রেক্ষিতে ডাঃ আ. প. ম সোহরাবুজ্জামান (৩৪২৭৮) এর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়কে অর্থাৎ ০৫-০৬-২০০২ হতে ২০-০৯-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সময়কে "not counting towards service এবং without pay" হিসেবে গণ্য করে তাঁকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করে ২০-০৯-২০০৮ তারিখ থেকে অবসর প্রদান করা হল। পেনশন প্রাপ্তির জন্য তাঁর চাকুরিকাল গণনা করা হবে ২১ বছর ০৭ মাস ০৮ দিন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৪.২০১৫-৭০৭—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯) সহযোগী অধ্যাপক (নেফ্রোলজি), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, আদালত-৪, ঢাকায় ৪২৯/২০১৪ ফৌজদারি মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গত ২১-০৬-২০১৫ তারিখে ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ (চার্জ) গঠন করা হয়েছে ;

যেহেতু, মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত ১০৬৪৪/২০১৫ রিট পিটিশন এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ১৯-১০-২০১৫ তারিখের রায়ে ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯) সহযোগী অধ্যাপক (নেফ্রোলজি), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকাকে রায়ের তারিখ হতে ০৩ মাসের জন্য চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশ প্রদান করেছেন ;

সেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ১৯-১০-২০১৫ তারিখের রায়ের আলোকে ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯) সহযোগী অধ্যাপক (নেফ্রোলজি), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকাকে ১৯-১০-২০১৫ তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩(তিন) মাসের জন্য সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল ;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন ;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ০৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯৪.২০১৩-৬৫১—যেহেতু, ডাঃ পিযুষ কান্তি মিত্র (৪২১০৪) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ১২-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০. ১৯৪.২০১৩-১৯নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন ;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ পিযুষ কান্তি মিত্র (৪২১০৪) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১৭.২০১৫-২৬৪—যেহেতু, জনাব মাহমুদ আলম, সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর জেলার সদর থানায় ধারা ১৬১ দণ্ডবিধি এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা অনুযায়ী মামলা নং-২৩ এর প্রেক্ষিতে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরিত হয়েছেন।

যেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারি অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন।

সেহেতু, জনাব মাহমুদ আলম, সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরকে বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ১২-০৮-২০১৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৬ অক্টোবর ২০১৫

নং স্বাপকম/শৃংখলা-২/অভি-২৪/২০০৮/২৬১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মুশফিকুর রহমান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচএফপি) নন্দীগ্রাম, বগুড়া (সদর জয়পুরহাটে কর্মকালীন সময়ে) সরকারি আদেশের প্রতি অবজ্ঞা, অসদাচরণ ও অবাধ্যতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় ; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং সে প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় ;

যেহেতু, তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন।

এক্ষণে, ডাঃ মোঃ মুশফিকুর রহমান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচএফপি) নন্দীগ্রাম, বগুড়া (সদর জয়পুরহাটে কর্মকালীন সময়ে) তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় অপরাধের বিষয়বস্তু বিবেচনা করতঃ তাঁর প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শনপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে ১(এক) বছরের জন্য ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের টাকা ১৫,০০০-৭০০×১৬-২৬২০০ এর সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিত করে তাঁর বেতন ১৫০০০ টাকা নির্ধারণ করার দণ্ড আরোপপূর্বক এ বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ০২ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০২২.২০১৪-২৬৭—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম (১২৬২৫৯), ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে গত ১৬-০৩-২০১৪ তারিখ যোগদানের পর ১৭-০৩-২০১৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জবাব প্রদান করেন নি। সেহেতু অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৭-০৩-২০১৪ তারিখ হতে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ১১ দিন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে মতামত প্রদান করেন।

এমতাবস্থায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-নামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে পিতার অসুস্থতার কারণে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অফিসে হাজির থাকতে পারেন নাই এবং এই ভুল ১ম বারের মত ক্ষমা করার প্রার্থনা করায় অভিযুক্ত ডাঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম (১২৬২৫৯), ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, নীলফামারীকে ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে এই মোকদ্দমা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং ১৭-০৩-২০১৪ তারিখ হতে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকালীন সময় বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হল।

তারিখ, ০৩ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১২৫.২০১৩-২৬৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ নিয়মিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত, ঢাকায় অবস্থান এবং মাসে ২/৩ দিন কর্মস্থলে উপস্থিত হলেও অননুমোদিতভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গৃহীত হয়। কিন্তু শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন।

এমতাবস্থায়, নথিভুক্ত কাগজপত্র অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্ত প্রতিবেদন সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচএফপি) কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সুতরাং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধিমতে আদেশ জারির তারিখ হতে আগামী ১(এক) বছরের জন্য তার ১১,০০০—২০,৩৭০ টাকার বেতন স্কেলে সর্বনিম্ন ধাপে ১১,০০০ (এগার) হাজার টাকায় অবনমিত করার দণ্ড আরোপ করা হলো। তিনি এ বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন বকেয়া দাবী করতে পারবেন না।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ অক্টোবর ২০১৫

নং স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-২/ইপিআই-০৫/সংগ্রহ/২০০৮/৭৮১—হাম রুবেলা (MR) দূরীকরণ এবং কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (CRS) নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে 'National Verification Committee NVC for Measles and Rubella' কমিটি গঠন করলেন :

সভাপতি

প্রফেসর এম. আর খান, শিশু বিশেষজ্ঞ

সদস্যবৃন্দ

Paediatrician:

১। অধ্যাপক ডাঃ মোহাঃ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ নিউনেটোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা ও সভাপতি, বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েশন।

২। অধ্যাপক ডাঃ রুহুল আমিন, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ পালমোনেলজি, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা।

৩। ডাঃ শামস এল আরেফিন, পরিচালক, সেন্টার ফর চাইল্ড এন্ড এডোলসেন্ট হেলথ (সি.সি.এ.এইচ) আইসিডিডিআর'বি, মহাখালী, ঢাকা।

Epidemiologist:

৪। অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদুর রহমান, পরিচালক, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৫। ডাঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ এপিডেমোলজি, নিপসম, ঢাকা।

Virologist:

৬। অধ্যাপক, ডাঃ শাহিনা তাবাছুম, চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অফ ভাইরোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।

৭। ডাঃ আফজালুন্নেছা, সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ ভাইরোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।

Immunologist:

৮। অধ্যাপক, ডাঃ এম শওকত হাসান, পরিচালক (ল্যাব মেডিসিন), গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট লিঃ, ঢাকা।

৯। পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচ), মহাখালী, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১০। পরিচালক, পিএইচসি এবং লাইন ডাইরেক্টর-এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

Secretariat of National Verification Committee NVC for Measles and Rubella

১। উপ পরিচালক, ইপিআই এন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২। প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআই এন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৩। সহকারী পরিচালক, ইপিআই এন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৪। ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআই এন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৫। ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফিল্ড সার্ভিস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৬। ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ট্রেনিং, ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৭। ভাইরোলজিস্ট, ন্যাশনাল পোলিও এন্ড মিজেলস ল্যাবরেটরী, মহাখালী, ঢাকা।

৮। মেডিকেল অফিসার, ইপিআই এন্ড সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৯। ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর, গ্যাভী এইচএসএস।

১০। ইমুনাইজেশন স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ, ঢাকা।

১১। মেডিকেল অফিসার, আইভিডি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা।

১২। এনপিও, সার্ভিলেন্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা।

ToR of NVC for (CRS) Control

* Committee will have 10 members and a minimum of five members should be present in each committee meeting at least 5 members should be Multi-disciplinary experts e.g. epidemiology, paediatrics, public health practice, virology, molecular biology are included in the committee.
* Advocate for measles elimination
* Compile and analyze information provided by the National Immunization Programme (NIP) & Vaccine Preventable Diseases (VPDs) Surveillance units
* Conduct field visits where indicated
* Advise Ministry of Health and Family Welfare (MOH&FW) National Immunization Programme (NIP) & Vaccine Preventable Diseases (VPDs) Surveillance units on the requirements for verification of Measles Elimination (ME)
* Supervise and guide the verification Documentation process.
* Provide guidance and propose feasible alternatives if standard verification data are not sufficient or consistent
* Report to Regional Verification Commission (RVC) about progress made in measles elimination RVC would verify measles elimination in the country
* Assess if the country is ready to request verification by the Regional Verification Committee (RVC)
* Endorse the Government's verification report and submit reports to the RVC
* Duration of a term of a member is four years
* Signs a declaration of interests form
* Membership of the NVC Committee may be terminated for reason of—
  (1) Break of confidentiality.
  (2) Failure to act in the interest of the public due to conflict of interest.
  (3) Failure to attend 03 consecutive meeting of NVC Committee.

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল মালেক
যুগ্মসচিব।

হাসপাতাল-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০৯.২০১৫-৬০০—হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা হাসপাতালসমূহে ০৫-০৪-২০০৯ তারিখের নং-হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/১৯০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সরকার নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করলেন ঃ

উপজেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

সভাপতি

১। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য

সহ-সভাপতিবৃন্দ

২। সংশ্লিষ্ট উপজেলার (যদি থাকেন) সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য

৩। চেয়ারম্যান (নির্বাচিত), উপজেলা পরিষদ

সদস্যবৃন্দ

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৫। মেয়র পৌরসভা (যদি থাকেন)

৬। একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

৭। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৮। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা

৯। আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

১০। মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ)

১১। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

১২। নার্সিং সুপারভাইজার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

১৩। পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর (যদি থাকেন)

১৪। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি

১৫। একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (মহিলা চেয়ারম্যান অগ্রাধিকার) কিংবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত।

১৬। একজন এন.জি.ও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)

১৭। সভাপতি, প্রেস ক্লাব (যদি থাকেন)

১৮। একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি

১৯। নার্সিং এর প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)

২০। ৩য় শ্রেণির একজন প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)

২১। ৪র্থ শ্রেণির একজন প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)

সদস্য-সচিব

২২। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

২। কমিটির কার্যপরিধি

(১) কমিটির সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করবেন।

(২) সভাপতির অবর্তমানে বা তাঁর অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি এ কমিটির সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

(৩। কমিটি মাসে ন্যূনতম একবার আলোচনায় মিলিত হবেন।

(৪) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে, তবে তার সংখ্যা কোনভাবেই তিনজনের বেশী হবে না। কমিটিতে মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা করতে হবে।

(৫) মূল কমিটির ন্যূনতম সাতজনের উপস্থিতিতে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে।

(৬) কমিটি উপজেলা হাসপাতাল হতে প্রদত্ত সেবার (নিরাময় ও প্রতিষেধক) পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিশেষতঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র, মহিলা ও শিশু, বৃদ্ধ ও সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা সুনিশ্চিত করবে।

(৭) কমিটি স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ, রক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবেন। সরকার কর্তৃক বরাদ্দ সম্পদের (মানব সম্পদ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্থাপনা ইত্যাদি) সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

(৮) কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুমোদিত বাজেট এর মধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৯) কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত/বাইরের ব্যক্তির সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

(১০) উপজেলা ও তার নিম্নস্তরের চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করবে।

৩। এ আদেশ দ্বারা বিগত ০৫-০৪-২০০৯ তারিখের নং-হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/১৯০ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করে এ নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহানা ইয়াছমিন
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৯.২০১৫-৬০১—হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১৬-০৭-২০১৫ তারিখের নং-হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/৪৬৪ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো ঃ

২। জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন বিষয়ে গত ০৫-০৪-২০০৯ তারিখের নং-হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/১৮৯ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিম্নোক্ত কমিটি নির্দেশক্রমে বহাল রাখা হলো ঃ

সভাপতি

১। সংশ্লিষ্ট জেলার জ্যেষ্ঠ মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য।

সহ-সভাপতি

২। জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

৩। মেয়র পৌরসভা

৪। উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা

৫। সিভিল সার্জন

৬। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

৭। উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

৮। পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা কাউন্সিলর

৯। একজন এন.জি.ও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্বাচিত)

১০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা প্রেস ক্লাব

১১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিএমএ কার্যালয়

১২। স্থানীয় (লায়ন্স/রোটারী) এপেক্স ক্লাব এর একজন প্রতিনিধি (কমিটির প্রথম সভায় মনোনীত হবে)

১৩। জেলা মক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি

১৪। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সমাজ সেবক

১৫। সেবিকা প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মনোনীত)

১৬। একজন ৩য় শ্রেণি কর্মচারী প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মনোনীত)

১৭। একজন ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মনোনীত)

সদস্য-সচিব

১৮। তত্ত্বাবধায়ক, সদর/জেনারেল হাসপাতাল

৩। কমিটির কার্যপরিধি

(১) কমিটির সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে অথবা আটজন সদস্যের লিখিত অনুরোধ সাপেক্ষে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করবেন।

(২) সভাপতির অবর্তমানে বা তাঁর অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি এ কমিটির সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

(৩) কমিটি মাসে ন্যূনতম একবার আলোচনায় মিলিত হবেন।

(৪) কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন সদস্য পর পর তিনবার অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে, তবে সংখ্যা কোনভাবেই তিন জনের বেশী হবে না। কমিটিতে মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা করতে হবে।

(৬) মূল কমিটির ন্যূনতম নয়জনের উপস্থিতিতে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে।

(৭) কমিটি জেলা হাসপাতাল হতে প্রদত্ত সেবার (নিরাময় ও প্রতিষেধক) পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিশেষতঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র, মহিলা ও শিশু, বৃদ্ধ ও সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা সুনিশ্চিত করবেন।

(৮) কমিটি স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ, রক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবেন। সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্পদের (মানব সম্পদ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্থাপনা ইত্যাদি) সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে।

(৯) কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুমোদিত বাজেট এর মধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(১০) কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত/বাইরের ব্যক্তির সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

(১১) জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রেহানা ইয়াছমিন
উপ-সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ আশ্বিন ১৪২২/৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৪৭.০৩২.০০৬.৬১.০০.০৪৮.২০১৫-৪৮৮(৫)—উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ম্যাক্সিম ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ১(এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গত ২৩-০৯-২০১৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৪৭.০৩২.০০৬.৬১.০০.০৪৮.২০১৫-৪৮৩ অনিবার্য কারণবশতঃ বাতিল করা হলো।

মোঃ আফজাল হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ আশ্বিন ১৪২২/১৩ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-১৫৯৬—ময়মনসিংহ জেলাধীন মুক্তাগাছা পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান হবি গত ১২-০৯-২০১৫ তারিখ মৃত্যুরবণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মতে সরকার উল্লিখিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করা হ'ল। যেহেতু মুক্তাগাছা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ১৮০ দিনের কম সময় রয়েছে, তাই এ পর্যায়ে উক্ত শূন্য পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।

মোঃ খলিলুর রহমান
উপ-সচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩৮.১৪.০০৯.১০(অংশ)-১৪৭—"Memorandum and Articles of Association of Small Farmers Development Foundation" এর 34(iv) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড এর সদস্য হিসেবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন প্রদান করেছেন ঃ

সদস্যবৃন্দ

(ক) জনাব কাজী এ. টি. এম আনিছুর রহমান বুলবুল সহসভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ কৃষকলীগ।

(খ) ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২। উপরে বর্ণিত সদস্যগণকে ৩(তিন) বছরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হ'ল। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় এ মনোনয়ন বাতিল করতে পারবেন।

বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী প্রধান।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ পৌষ ১৪২২/১৩ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৪২.০৩১.০২২.০০.০০.০২৫.২০১৫-২৬—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের ০৫.১৫৭.০২৮.০৩. ০২.০১১.২০১০-২৮৪ সংখ্যক স্মারক ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের ০৭.১৫৩.০২৯.০৬. ০০.০১.২০১৫-০৩ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর" হিসেবে ঘোষণা সংক্রান্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১২ মে ২০১৫ তারিখের জারীকৃত ৪২.০৩১.০২২.০০.০০.০২৫.২০১৫-৪০৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. জাফর আহমেদ খান
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৮ জানুয়ারি ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-৩৫/৭৫(অংশ)-৩২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, পিতা মোঃ আব্দুল গফুর, মাতা জাকিয়া আক্তার, গ্রাম মোড়েশ্বর, ডাকঘর মৌকরা, উপজেলা নাঙ্গলকোট, জেলা কুমিল্লা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার ৪নং মৌকরা ইউনিয়নের সৃষ্ট ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ, ২২ মাঘ ১৪২২/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.৩১.০১৭.০৮-২০০—বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের স্মারক নম্বর: ৫৪.০১.২৬০০.০০৯.০০৩.০৮৪.০২.৮৩ মূলে প্রেরিত বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী, পার্সেল, মালামাল ও কন্টেইনার পরিবহন ভাড়া ৭.২৩% বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক অনুমোদিত হওয়ায় উপর্যুক্ত পরিবহন ভাড়া পুনঃনির্ধারণ/সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভাড়া গণনার নির্ধারিত অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে যাত্রী, পার্সেল, মালামাল ও কনটেইনার পরিবহন ভাড়া পুনঃনির্ধারণে সরকারের সম্মতি জ্ঞাপন করা হ'ল।

২। **যাত্রী পরিবহন ভাড়া পুনঃনির্ধারণ:** বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী পরিবহনে বিদ্যমান বেইজ ভাড়া 'ক'=০.৩৬ টাকা/কিলোমিটার ৭.২৩% বৃদ্ধিক্রমে 'ক'=০.৩৯ টাকা/কিলোমিটার টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হ'ল। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ভাড়ার সূচক, শ্রেণি সূচক ও দূরত্বভিত্তিক রেয়াতি হার এবং সে অনুযায়ী যাত্রী পরিবহন ভাড়া গণনার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ভাড়ার সূচক :

ক্রমিক নং	শ্রেণি	সূচক
(১)	দ্বিতীয় সাধারণ	০.৭৫ক
(২)	দ্বিতীয় মেইল	১.০০ক
(৩)	কমিউটার	১.২৫ক
(৪)	সুলভ	১.৫০ক
(৫)	শোভন	২.৫০ক
(৬)	শোভন চেয়ার	৩.০০ক
(৭)	প্রথম সিট/চেয়ার	৪.০০ক
(৮)	স্নিগ্ধা (এসি চেয়ার)	৫.০০ক
(৯)	প্রথম বার্থ	৬.০০ক
(১০)	এসি সিট	৬.০০ক
(১১)	এসি বার্থ	৯.০০ক

(খ) দূরত্ব-ভিত্তিক রেয়াতি: যাত্রী ও মালামাল খাতে দূরত্ব-ভিত্তিক রেয়াতির হার—

ধাপসমূহ	যাত্রী খাত	মালামাল খাত	রেয়াতি
প্রথম ধাপ	০০০-১০০ কিঃমিঃ	০০০-১০০ কিঃমিঃ	শূন্য
দ্বিতীয় ধাপ	১০১-২৫০ কিঃমিঃ	১০১-২০০ কিঃমিঃ	২০%
তৃতীয় ধাপ	২৫১-৪০০ কিঃমিঃ	২০১-৩০০ কিঃমিঃ	২৫%
চতুর্থ ধাপ	৪০১-তদূর্ধ কিঃমিঃ	৩০১-তদূর্ধ কিঃমিঃ	৩০%

(গ) যাত্রী পরিবহন ভাড়া গণনার পদ্ধতি: দূরত্বভিত্তিক ভাড়া নির্ধারণ পদ্ধতি—

ধাপসমূহ	ভাড়া নির্ধারণ পদ্ধতি	মন্তব্য
প্রথম ধাপ	ক × (কিমি) অথবা ন্যূনতম ভাড়া	অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ভাড়া প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার ৬৬% হবে
দ্বিতীয় ধাপ	(ক × ১০০) + (ক × ১০০ কিমি এর উপরের দূরত্ব × ০.৮)	
তৃতীয় ধাপ	(ক × ১০০) + (ক × ১ ৫০ × ০.৮)+ (ক×২৫০ কিমি এর উপরের দূরত্ব ×০.৭৫)	
চতুর্থ ধাপ	(ক × ১০০) + (ক × ১৫০×০.৮) + (ক × ১৫০ × ০.৭৫) + (ক × ৪০০ কিমি এর উপরের দূরত্ব × ০.৭০)	

(ঘ) ন্যূনতম ভাড়া : বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণির ন্যূনতম ভাড়া নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	শ্রেণি	টাকা
(১)	দ্বিতীয় সাধারণ	০৫.০০
(২)	দ্বিতীয় মেইল	১৫.০০
(৩)	কমিউটার	২০.০০
(৪)	সুলভ	৩৫.০০
(৫)	শোভন	৪৫.০০
(৬)	শোভন চেয়ার	৫০.০০

ক্রমিক নং	শ্রেণি	টাকা
(৭)	প্রথম সিট/চেয়ার	৯০.০০
(৮)	স্লিপ্পা (এসি চেয়ার)	১০০.০০
(৯)	প্রথম বার্থ	১১০.০০
(১০)	এসি সিট	১১০.০০
(১১)	এসি বার্থ	১৩০.০০

৩। **পার্সেল পরিবহন ভাড়া পুনঃনির্ধারণঃ** পার্সেল, লাগেজ, মিলিটারী ট্রাফিক, পোস্টাল ট্রাফিক, ট্রেজারি, সংবাদপত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে বর্তমান পরিবহন ভাড়া ৭.২৩% বৃদ্ধি করে ভাড়া পুনঃনির্ধারিত হবে। তাছাড়া সকল প্রকার চার্জ ও লেভি যথা- টার্মিনাল চার্জ, স্পেশাল ডিটেনশন চার্জ, হলেজ চার্জ, হোয়ারফেজ চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। **মালামাল পরিবহন ভাড়া পুনঃনির্ধারণঃ** মালামাল পরিবহন ভাড়া ৭.২৩% বৃদ্ধি করে কিলোমিটার দূরত্বভিত্তিক প্রতি কেজির ভাড়া পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

৫। **কনটেইনার পরিবহন ভাড়া পুনঃনির্ধারণঃ** কনটেইনার পরিবহন ভাড়া ৭.২৩% বৃদ্ধি ও পরবর্তী শতকে রাউন্ড আপ করা হবে।

৬। এ পরিপত্র অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ভাড়া আদায় অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। সে অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।